যায়যায়দিন

তারিখ 14 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাবিতে সিট বরাদ্দ নিয়ে দলীয়করণের অভিযোগ

আলী আজগর খোকন রাবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) আবাসিক হলগুলোতে সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রশাসন দলীয়করণের পথে হাঁটছে। হলে সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেবল ছাত্রলীগের কাছে তাদের নেতাকর্মীদের লিস্ট চাওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এমন একপেশে সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা এবং অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা। তারা বলছেন, দলীয় বিবেচনায় সিট বরাদ্দ দেয়া হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যাবে। তারা কখনই হলে ওঠার সুযোগ পাবেন না। এদিকে সিট বরাদ্দের জন্য লিস্ট করা নিয়ে ছাত্রলীগ অন্তর্দাহে পুড়ছে। লিস্ট করার দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রুপের সঙ্গে

সিট অভিযোগ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

অভিযোগ : রাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বরাদ্দের তালিকা থেকে বঞ্চিত নেতাকর্মীদের সঙ্গে প্রায়ই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে।

জানা গেছে, প্রশাসনের নির্দেশের পর ছাত্রলীগ প্রতিটি ছাত্র হলের নেতাকর্মীদের লিস্ট জমা দেয়ার কাজ শুরু করে। প্রতিটি হলের বিপরীতে শতাধিক নামের লিস্ট নেয়া হয়। কিন্তু লিস্টে প্রভাবশালী নেতারা নিজেদের মনমতো নাম দিয়েছেন- এমন অভিযোগে ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠেছে বঞ্চিত নেতাকর্মীরা। বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেট সংলগ্ন অর্ক্রীয় মোড় এলাকায় আয়েন গ্রুপের নেতা ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মিজানুর রহমান স্বপন ও ইসমাইলের ওপর হামলা করে অজ্ঞাতপরিচয় কিছু সন্ত্রাসী। স্বপনকে সন্ত্রাসীরা রড ও বেল্ট দিয়ে গুরুতর আহত করে। ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানায়, সিট বরাদ্দের লিস্টের জের ধরেই এ ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে লাইব্রেরির পেছনে আমতলায় লিস্ট করার কাজ চলছিল। মাদার বক্স হলের লিস্টের দায়িত্ব পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক আয়েন উদ্দিন গ্রুপের রোটনের ওপর। রোটন ইচ্ছামতো লিস্ট করা শুরু করলে একই হলের ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র সোহেল রানা এর প্রতিবাদ করে। এ সময় রোটন ও সোহেলের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি পরে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে ছাত্রলীগ সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুন ও সাধারণ সম্পাদক আয়েন উদ্দিন তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দেন।

কেবল ছাত্রলীগের আবাসিকতার জন্য নাম তালিকাকরণের ঘটনায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলছেন, যদি দলীয় বিবেচনায় সিট বরাদ্দ দেয়া হয় তবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যাবে। তাদের পক্ষে একদিনের জন্যও হলে থাকার সৌভাগ্য হবে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এসব শিক্ষার্থী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এতোদিন হলগুলোয় শিবিরের কর্তৃত্ব ছিল। আর এখন থাকবে ছাত্রলীগের। ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শিপন বলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্ত প্রশাসনের কর্তৃত্ববাদী আচরণের বহিঃপ্রকাশ। সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রশাসনের এ হীন সিদ্ধান্ত আবারো ক্যাম্পাস অশান্ত করে তুলতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. চৌধুরী মোহাম্মদ জাকারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।